সমকাল সংবাদ

SAMOKAL SAMBAD Fortnightly

Vol - 2. Issue - 18. মঙ্গলবার. ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫. RNI NO - WBBEN/2023/87762 Rs - 3 টাকা

ভাইরাল

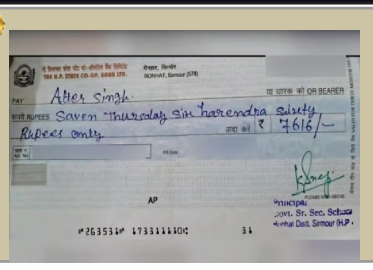

চেকে একাধিক বানান ভুল, ছবি ভাইরাল হতেই সাসপেন্ড সরকারি স্কুলের শিক্ষক

চেকে বানান ভুল লেখার কারণে সাসপেন্ড হলেন সরকারি স্কুলের স্কুলের এক শিক্ষক। ঘটনাটি ঘটেছে হিমাচল প্রদেশের সিরমৌর জেলায়। ওই অঙ্কের শিক্ষকের ইস্যু করা চেকে অনেকগুলি বানান ভুল ছিল। ২৫ সেপ্টেম্বর ইস্যু করা ৭,৬১৬ টাকার চেকটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। চেকে টাকার অঙ্কের জায়গায় কথায় লেখা ছিল Saven Thursday Six Harendra Sixte। সেই চেকের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। সমালোচনায় বিদ্ধ হয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। ওই শিক্ষককে সাসপেন্ড করেছে শিক্ষা দফতর। আশ্চর্যজনকভাবে, অঙ্কন শিক্ষককে বানান ভুলের জন্য শিক্ষা বিভাগ যে আদেশ জারি করেছে তাতেও বানান ভুল রয়েছে। আদেশে অসংখ্য বানান ভুল রয়েছে এই বিষয়ে, শিক্ষা দফতরের ডিরেক্টর রাজীব ঠাকুর বলেছেন যে শিক্ষককে জারি করা সাসপেন্ডের আদেশে

টুকরো খবর

রেলপথে জুড়বে ভারত-ভুটান

ভারত ও ভুটানের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপনে সম্মত দুই দেশ। ভুটানের বিদেশ সচিব আউম পেমা চোডেন এবং ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি দিল্লিতে এই রেল প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। রেল প্রকল্পগুলির বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনা করে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন দুজনেই। উল্লেখ্য, গত বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভুটান সফরে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি এই রেল প্রকল্পের বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। আর গতকাল সেই চুক্তিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে শিলমোহর পড়েছে। পরে এই নিয়ে ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেন যে এই প্রকল্পটি ভুটানের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর, গেলফু এবং সামৎসেকে যুক্ত করবে ভারতের সঙ্গে। চুক্তি অনুযায়ী, কোকরাঝার-গেলেফু এবং বানারহাট-সামৎসের মধ্যে দুটি আন্তঃসীমান্ত রেল স্থাপন করা হবে।

এদিকে চুক্তি হতেই ভারত এবং ভুটানের মধ্যে মোট ৮৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইন প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে শীঘ্রই। ভারত-ভুটান লপথের একটি অসমের এবং একটি পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে যাবে। রেলমন্ত্রক জানিয়েছে, ওই দু'টি রেল প্রকল্পের জন্য খরচ হবে প্রায় ৪০৩৩ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের বানারহাট থেকে ভুটানের সামৎসে পর্যন্ত রেলপথটি আগামী তিন বছরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

বানারহাট থেকে সামৎসে রেলপথে থাকবে দু'টি স্টেশন। ওই পথে একটি বড় উড়ালপুল তৈরি করা হবে। এ ছাড়া থাকবে ২৪টি ছোট উড়ালপুল, ৩৭টি ভূগর্ভস্থ পথ। এদিকে কোকরাঝাড় এবং গেলেফুর মধ্যে যে রেলপথ তৈরি হবে, তাতে থাকবে ৬টি স্টেশন। এছাড় সেই রুটে তৈরি করা হবে দু'টি উঁচু সেতু, ২৯টি বড় সেতু, ৬৫টি ছোট সেতু এবং একটি উড়ালপুল।

চার বছরের মধ্যে অসমকে ভুটানের সঙ্গে জুড়ে ফেলার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিকে ব্যবসায়ীরা যাতে এই রেলপথ ব্যবহার করতে পারেন, এর জন্য কোকরাঝাড় থেকে গেলেফুর রুটে দু'টি গুদামঘরও তৈরি করবে রেল।

ভোটমুখী বিহারে বড় 'প্রতিশ্রুতি!' ছট পুজো নিয়ে বড় পরিকল্পনার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

সমকাল সংবাদদাতা: উৎসবের মরসুম শেষ হলেই গণতন্ত্রের উৎসবে মাতবে বিহার। আর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিহারবাসীকে সুখবর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এমন কি বাত্ত-এর ১২৬তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী জানালেন, ঐতিহ্যবাহী ছট উৎসবকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ভারত সরকার। ভোটমুখী রাজ্যে ছট পুজোর আগে এমন ঘোষণা বিহারবাসীর উৎসবকে আরও আনন্দময় করবে বলেই আশা।

সূর্য দেবতার সম্মানে ছট পুজো দেশজুড়ে উদযাপিত হয় এবং বিদেশেও এই পুজোর স্বীকৃতি রয়েছে। ভারতীয় উৎসবগুলির বিস্তৃত সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, এই ধরনের উৎসব ভারতের ঐতিহ্যকে প্রাণবন্ত রাখে। তিনি বলেন, সরকারি প্রচেষ্টার মাধ্যমে, কলকাতার দুর্গাপুজো সম্প্রতি ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিহারের বিখ্যাত উৎসব ছট পুজো এখন বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠছে। তাই এই উৎসবকে যাতে ইউনেস্কোর 'ইনট্যানজিবেল কালচারাল হেরিটেজে'র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তার জন্য কাজ করছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ছট পুজো শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি প্রকৃতি-ভিত্তিক বিশ্বাস, পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং সামাজিক ঐক্যের এক জীবন্ত উদাহরণ। তিনি জানান, এই পুজোর মাধ্যমে ভারতের প্রাচীন প্রকৃতি-পুজোর ঐতিহ্য এবং টেকসই জীবনের দর্শন প্রতিফলিত হয়। ছট পুজোর মতো একটি পরিবেশ-বান্ধব এবং সমাজ কেন্দ্রিক উৎসবকে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে তুলে ধরার এই প্রচেষ্টা, ২০২১ সালে দুর্গাপুজোর ইউনেস্কো স্বীকৃতির পথ অনুসরণ করছে। প্রধানমন্ত্রী আশাবাদী, ছট পুজোও বিশ্ব দরবারে ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক গভীরতার প্রতিনিধি হিসেবে মর্যাদা পাবে।

এদিনও মন কি বাত-এ শহিদ ভগৎ সিং এবং সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভগৎ সিংকে স্মরণ করে তিনি বলেন, ভগৎ সিং প্রতিটি ভারতীয়ের, বিশেষ করে যুবকদের কাছে বিরাট অনুপ্রেরণা। দেশসেবা করতে গিয়ে তিনি যে সাহস দেখিয়েছিলেন, তা আমাদের সকলের কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে থেকে যাবে। মোদী আরও জানান, ভগৎ সিং ফাঁসির আগে ব্রিটিশদেরকে চিঠি লিখে জীবন শেষ করার অনুরোধ করেছিলেন, এ কথা আমরা কোনওদিন ভুলব না। পাশাপাশি লতা মঙ্গেশকরের জন্মবার্ষিকী স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বলেন, লতা দিদির গান মানুষের আবেগকে স্পন্দিত করে। দেশাত্মবোধক গানগুলি বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আমার সঙ্গে লতা দিদির বিশেষ সম্পর্ক ছিল, প্রতি বছর তিনি আমাকে রাখি পাঠাতেন।'জ্যোতি কলস ছলকে' গানটি আমার ভীষণ প্রিয়।

৭ লক্ষ দেশলাই কাঠিতে দুর্গা প্রতিমা! অবাক করা প্রতিমা দেখার অপেক্ষায় ব্যারাকপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা: ৭ লক্ষ দেশলাই কাঠিতে গড়ে উঠছে দুর্গা প্রতিমা। অবাক মনে হলেও, শারদ উৎসবকে ঘিরে অভিনব এমনই নজির গড়ছে ব্যারাকপুর মোহনপুরের সর্বপল্লী সারব্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। এবছর তাদের ৩৮ তম বর্ষে দুর্গা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে একেবারেই ভিন্ন রূপে। প্রায় সাত লক্ষ দেশলাই কাঠি জোড়া দিয়ে। প্রতিমাটি গড়ছেন উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা শিল্পী জ্যোতির্ময় বনিক।

পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেমন মণ্ডপে বাঁশ, পাটের বস্তা ও নারকেলের দড়ি ব্যবহার করে কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে, তেমনভাবেই ধীরে ধীরে গ্যাস লাইটারের ব্যবহারের ফলে হারিয়ে যাওয়া দেশলাই শিল্পকে পুনর্জীবিত করার প্রয়াসেই দেশলাই কাঠি দিয়ে প্রতিমা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। দেশলাই কাঠির বারুদ দিয়ে দেবীর মাথার চুল, গয়না তৈরি হয়েছে। শুধু মা দুর্গা নন, এভাবে মহিষাসুর, সিংহ, এমনকী সাপও বানিয়েছেন তিনি। তিন মাস ধরে তৈরি হচ্ছে এই প্রতিমা। কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, ব্যারাকপুর সর্বপল্লী এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা বিভাশ সরকারের বাল্যবন্ধু জ্যোতির্ময় বনিককে দিয়ে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় এই প্রতিমা গড়ার জন্য রাজি করানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই এলাকায় মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে দেশলাইয়ের প্রতিমা ঘিরে। অন্যদিকে শিল্পী জ্যোতির্ময় বনিক জানান, ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রতিমা তৈরির কাজে যুক্ত। এর আগেও দেশলাই কাঠি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করে উত্তরবঙ্গে সাড়া ফেলে দিয়ে ছিলেন।

এবার তাই দক্ষিণবঙ্গের ব্যারাকপুরেও শিল্পীর সৃষ্টি মানুষের নজর কাড়বে বলেই আশা। প্রতিমা তৈরিতে সহযোগিতা করছেন পুজো কমিটির বড় থেকে ছোট সব সদস্যরাই। এমনকি খুদে সদস্যরাও শিল্পীর পাশে দাঁড়িয়ে দেশলাই কাঠি ভাঙতে সহযোগিতা করছে জ্যোতির্ময়বাবুকে। শিল্পীর ভাষায়, এই সহযোগিতার অভিজ্ঞতা তার প্রতিমা গড়ার আনন্দকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন দেখার দেশলাই কাঠি দিয়ে তৈরি প্রতিমা কতটা সারা ফেলে এবারের দুর্গাপুজোয়।

কাদাপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটিকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির

নিজস্ব সংবাদদাতা: দুর্গাপুজোর মরশুম মানেই সৃজনশীল ভাবনা ও শিল্পের উদ্ভাবন। শহর-গ্রামের পুজো কমিটিগুলো একে অপরকে টেক্কা দিতে নানা ধরনের থিম নিয়ে হাজির হয়। এইবার সেই থিমে নজর কেড়েছে কাদাপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। সংবিধানের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তারা এই পুজোকে ঘিরে তৈরি করেছে বিশেষ থিম, 'সংবিধান আমাদের আত্মসম্মান'। এই বিশেষ ভাবনার জন্য পুজো কমিটিকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

দমদমের দুই মণ্ডপে যাবেন অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা: দমদমের দুই বিশিষ্ট দুর্গাপুজো মণ্ডপে হাজির থাকতে পারেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রের খবর, তিনি জয়পুরের জায়শ্রী ক্লাব এবং অশ্বিনীনগর বন্ধুমহল ক্লাবের পুজোতে উপস্থিত হতে পারেন। যা ঘিরে শুরু হয়েছে জল্পনা।

রাজনৈতিক মহলে এর গুরুত্ব বাড়াচ্ছে অভিষেকের অতীতে মণ্ডপ পরিদর্শনের বিষয়টি। সাধারণত তিনি বড় অনুষ্ঠানের সময় নিজেকে সরাসরি জনসমক্ষে কম রাখেন। তবে এবার দমদমের দুটি মণ্ডপে উপস্থিতি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে মনে করা হচ্ছে। জানা গেছে, অষ্টমী থেকে দশমী পর্যন্ত যেকোনো এক দিনে তিনি এই মণ্ডপগুলোতে পৌঁছাতে পারেন, তবে সুনির্দিষ্ট সময় এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

জায়শ্রী ক্লাবের এই বছরের থিম বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে। এখানে বাঙালি শ্রমিকদের দেশে ও বিদেশে সামাজিক অন্যায় এবং বঞ্চনার প্রতিফলন তুলে ধরা হয়েছে। পুজো শুরুর পর থেকেই দর্শকের ভিড় তুঙ্গে, যা মণ্ডপটি আরও বেশি নজরকাড়া করেছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, অভিষেকের উপস্থিতি শুধুমাত্র উৎসবের নয়, বরং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে দলের রাজনৈতিক বার্তাও বহন করছে।

এদিকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীও এই উপস্থিতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। দমদমের পুজো এলাকা তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের সাম্প্রতিক কমিটি পুনর্গঠনের ঘটনার প্রেক্ষাপটে নজরকাড়া। যদিও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু দাবি করেছেন, কমিটি ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে তাঁর কোনো সরাসরি জ্ঞান নেই, তথাপি অভিষেক এবার তাঁর বিধায়ক এলাকায় পুজো পরিদর্শন করবেন।

সপ্তমীর দিনে সোশাল মিডিয়ায় অভিষেকের পুজোর শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকে অনেকেই রাজনৈতিক ইঙ্গিত বলে মনে করছেন। তৃণমূল নেতৃত্বের মতে, দুর্গাপুজো শুধুমাত্র উৎসব নয়, মানুষের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের বড় মঞ্চ। নেতাদের উপস্থিতি সাধারণ মানুষকে ইতিবাচক বার্তা দেয়। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের দাবি, এটি জনমুখী রাজনীতির আড়ালে দলের অবস্থান শক্ত করার কৌশল।

শিসমহল, তিরুপতি মন্দিরে দর্শক টানবে ব্যারাকপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা: তিরুপতি মন্দির থেকে অন্তর দর্পণ, রাজস্থানের শিসমহল, রাজমহলে রাজরানী, লন্ডনের মিউজিয়াম থেকে বৌদ্ধ মন্দির - হরেক থিমের দুর্গাপুজোয় মাতোয়ারা উত্তর শহরতলির ব্যারাকপুর। চলছে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার পালা।

শহরতলির পুজোর মানচিত্রে গত কয়েক বছর ধরে থিমের পুজোয় নিজেকে মেলে ধরেছে ব্যারাকপুর। ব্যারাকপুর মধ্য নোনাচন্দনপুকুর অধিবাসীবৃন্দের এ বারের থিম তিরুপতি মন্দির। প্লাই, ফাইবার দিয়ে তিরুপতির আদলে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। মা দুর্গার মূর্তিও তিরুপতির আদলে করা হয়েছে মণ্ডপের ভিতরের সিলিং জুড়ে থাকছে বিশালাকার ঝাড়বাতি সঙ্গে আলোর খেলা।

ব্যারাকপুর এভারগ্রিন ক্লাবের ৩৮তম বর্ষে থিম 'অন্তর দর্পণ'। মণ্ডপে ঢুকলেই দর্শনার্থীরা দেখতে পাবেন টেরাকোটার টালিতে ধোপা, কৃষক, কুমোর-সহ বিভিন্ন পেশার কাজের চোখ ধাঁধানো ইনস্টলেশন। সাবেকি মাতৃ প্রতিমার সামনে বিশাল আয়না। অজস্র সুতোর কোন, প্লাই, বাঁশ, বাটাম দিয়ে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। বাইরের দেওয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে ২৫ হাজার আয়না। ব্যারাকপুরের সেরা পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম রয়্যাল পার্কের পুজো। তাদের থিম রাজস্থানের শিসমহল। পুরো মণ্ডপটাই তৈরি হচ্ছে কাচ দিয়ে বাইরের অংশ সাজিয়ে তোলা হয়েছে রঙবেরঙের ঝুড়িতে।

৭৭ তম বর্ষে ব্যারাকপুর মণ্ডলপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির থিম রাজমহলে রাজরানি। রাজস্থানি রাজপুতানা ঘরানার আদলে তৈরি হচ্ছে পুজো মণ্ডপ। মূল মণ্ডপে ঢোকার মুখে রাখা হয়েছে প্রহরী। রাজবাড়ির অন্দরের দালানে লাগানো বিশাল ঝাড়বাতিও একইভাবে এখানে শোভা পাচ্ছে। মা এখানে রানির রূপে। ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড় সংলগ্ন হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে যুবশক্তির মানসের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে লন্ডনের একটি মিউজিয়ামের আদলে। যে সব জন্তু-জানোয়ার ইতিমধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং যারা এখন অবলুপ্তির পথে সেইসব জন্তু-জানোয়ারের ছবি মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে। পুজোর কর্মকর্তা সুপ্রভাত ঘোষ বলেন, 'প্রকৃতি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্তপ্রায় জন্তু জানোয়ারদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আমরা এবারের থিম ভাবনার মধ্য দিয়ে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার বার্তা দিয়েছি।'

ব্যারাকপুরের অন্যতম প্রাচীন পুজো শিবতলা বারোয়ারির মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে। ১১২ তম বর্ষে তাদের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে অসংখ্য প্লাস্টিকের বোতল এবং চামচ দিয়ে। উদ্যোক্তা রবীন দত্ত বলেন, 'মূল মণ্ডপের পাশাপাশি বিশেষভাবে নজর কাড়বে সাবেকি মাতৃ প্রতিমা।' মহালয়ার দিন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্যান্ডেল দেখার ভিড়।

পুজোর পরে নতুন কমিটি, নিউটাউনে ঘরোয়া বৈঠকে বঙ্গ বিজেপিকে বার্তা অমিত শাহর

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলকাতায় পুজো উদ্বোধন বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। নিউটাউনের এক পাঁচতারা হোটেলে রাজ্যের শীর্ষ বিজেপি নেতাদের সঙ্গে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। বাইরে থেকে যতই তা ঘরোয়া আলোচনা মনে হোক, আসলে এদিনের বৈঠকেই রাজ্য সংগঠন ও প্রচারকৌশল নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন শাহ। এমনটাই জানা যাচ্ছে বিজেপি সূত্রে। পাশাপাশি সবচেয়ে বড় বার্তাটা দিয়েছেন সংগঠনকে ঘিরেই। শাহ স্পষ্ট বলেছেন, পুজোর মরশুম শেষ হওয়ার আগেই রাজ্য বিজেপির নতুন কমিটি তৈরি করে ফেলতে হবে। প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা ছিল, শমীক ভট্টাচার্য সভাপতি হওয়ার পর পুজোর আগেই নতুন কমিটি ঘোষণা করবেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সেই প্রক্রিয়াকে আটকে দিয়েছে। আরএসএসের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করেও সমাধান মেলেনি। ফলে নতুন কমিটি না হওয়ার জেরে শাহ নিজেও পুজোর আগে রাজ্য নেতাদের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ রণকৌশল আলোচনা করতে পারেননি।

এই প্রেক্ষিতেই শুক্রবারের বৈঠকে শাহর নির্দেশ একেবারে স্পষ্ট, গোষ্ঠীকোন্দল মেটাতে হবে, কমিটি গঠন করতে হবে এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে নামতে হবে।

সম্পাদকীয়

ভোটের মঞ্চে উন্নয়ন বনাম অবিশ্বাস

অসমের মঙ্গলদৈয়ের জনসভা যেন পরিণত হয়েছিল রাজনৈতিক আক্রমণ ও পাল্টা বার্তার মহরায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফের কংগ্রেসকে নিশানা করে স্পষ্ট জানালেন-উত্তর-পূর্বের ভবিষ্যৎ রক্ষার লড়াইয়ে ভুল রাজনীতি আর নরম মনোভাব বরদাস্ত করা হবে না। তাঁর আক্রমণের কেন্দ্রে ছিল একদিকে কংগ্রেসের অতীত ব্যর্থতা, অন্যদিকে বিজেপির উন্নয়নের ট্র্যাক রেকর্ড।

প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, সেনাবাহিনীর পাশে না দাঁড়িয়ে বরং পাকিস্তানপুষ্ট জঙ্গি ও অনুপ্রবেশকারীদেরই রক্ষা করেছে কংগ্রেস। "অপারেশন সিঁদুরে আমাদের সেনা পাকিস্তানের ঘাঁটি ধ্বংস করলেও কংগ্রেস তখনও অনুপ্রবেশকারীদের ত্রাণকর্তা হয়ে উঠেছিল,"-এই বক্তব্য শুধু বিরোধী দলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ নয়, জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে একপ্রকার জনরায় গড়ে তোলার কৌশলও বটে।

অতীতের ক্ষত বনাম বর্তমানের বার্তা

১৯৬২-র চিনা আগ্রাসনের প্রসঙ্গ টেনে নেহরুর ব্যর্থতার দায় কংগ্রেসকে মনে করিয়ে দিলেন মোদী। বার্তাটি স্পষ্ট-অসম ও উত্তর-পূর্ব আজও অতীতের সেই ভুল নীতির শিকার। বিজেপি সেই ক্ষত সারানোর লড়াই করছে। অনুপ্রবেশকারীদের জমি দখল, মেয়েদের অসম্মান বা জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করার ষড়যন্ত্র বরদাস্ত না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি কার্যত ভোটারদের মনে নিরাপত্তা-সচেতনতা জাগানোর চেষ্টা করলেন।

সাংস্কৃতিক আবেগে কংগ্রেস-বিরোধিতা

অসমের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভূপেন হাজারিকার নাম টেনে কংগ্রেসকে অপমানের দায়ে অভিযুক্ত করলেন মোদী। এখানেই তিনি আবেগের রাজনীতি স্পষ্টভাবে ব্যবহার করলেন-সংস্কৃতি ও স্বভূমিকে অসম্মান করা দলকে জনতার বিশ্বাস দেওয়া যায় না, এই ছিল তাঁর ইঙ্গিত।

ব্রহ্মপুত্রের সেতু নিয়েও তুলনা টানেন তিনি। কংগ্রেস এত বছর ক্ষমতায় থেকেও যেখানে মাত্র তিনটি সেতু বানিয়েছে, সেখানে বিজেপি এক দশকে ছয়টি নতুন সেতু দিয়েছে-এই পরিসংখ্যান ভোটারদের সামনে বিজেপির উন্নয়ন-অর্জনের ব্র্যান্ডিং।

আরও বড় বার্তা আসে তাঁর ঘোষণায়-৬,৩০০ কোটি টাকার স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। দাররাং মেডিক্যাল কলেজ থেকে নার্সিং কলেজ, নারেঙ্গি-কুরুয়া সেতু থেকে গুয়াহাটি রিং রোড-সবই বিজেপির "ডবল ইঞ্জিন সরকার"-এর প্রতীক হিসেবে তুলে ধরলেন তিনি। অর্থাৎ ভোটের আগে সরাসরি উন্নয়নকে হাতিয়ার করে জনমনে আস্থা তৈরি করার কৌশল।

বিকশিত ভারতের পথে উত্তর-পূর্ব

মোদীর দাবি, ডবল ইঞ্জিন সরকার থাকায় অসম আজ ১৩ শতাংশ বৃদ্ধির হারে এগোচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিল্প, সংযোগ ব্যবস্থা থেকে কর্মসংস্থান-সব ক্ষেত্রেই উত্তর-পূর্বকে বিকশিত ভারতের অংশীদার করার চেষ্টা চলছে। এই দাবি নিছক পরিসংখ্যান নয়, বরং ভোটের মঞ্চে বিজেপির আত্মবিশ্বাসের প্রদর্শন।

সবশেষে 'স্বদেশি' পণ্য কেনার আহ্বান আসলে আত্মনির্ভর ভারতের স্লোগানকে নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া। তিনি ভোটারদের মনে করাতে চাইলেন-দেশীয় পণ্যে বিনিয়োগ মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরাপদ করা।

মোদীর বক্তৃতা থেকে স্পষ্ট-অসমে বিজেপি কেবল উন্নয়নের পরিসংখ্যান নয়, জাতীয়তাবাদ, সাংস্কৃতিক আবেগ ও কংগ্রেসের ব্যর্থতাকে একসঙ্গে ব্যবহার করে নির্বাচনী সমীকরণ সাজাতে চাইছে। কংগ্রেস যেখানে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থায়, সেখানে বিজেপি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মাঠে নেমে পড়েছে। ফলে আসন্ন নির্বাচনে উন্নয়ন বনাম অবিশ্বাসই হয়ে উঠতে চলেছে প্রধান বিতর্ক।

সপ্তমীতে ভয়ঙ্কর কাণ্ড, মালদায় দুই সন্তানকে শ্বাসরোধ করে খুন, আত্মঘাতী হলেন মা

সমকাল সংবাদ: সপ্তমীর দিনে নেমে এল মৃত্যুর কালো ছায়া। গোটা রাজ্য যখন দুর্গাপুজোর আনন্দে মাতোয়ারা ঠিক সেই সময় ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল মালদায়। অভিযোগ, নিজের দুই সন্তানকে শ্বাসরোধ করে খুন করে আত্মঘাতী হলেন এক মা। সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা সামনে আসতেই হতভম্ব হয়ে যান স্থানীয়রা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারি গভর্নমেন্ট কলোনির নিচুপাড়ায়। মৃত গৃহবধূর নাম রূপালি হালদার (২৮)। তাঁর বড় ছেলে অয়ন হালদারের বয়স মাত্র সাত বছর, আর কন্যাসন্তানটির বয়স মাত্র ছ'মাস। খবর পেয়ে মালদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনটি দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরেই রূপালি ও তাঁর স্বামী অসিত হালদারের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। প্রায় তিন-চার মাস ধরে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না, এমনকি স্ত্রী রূপালি কিছুদিন বাপেরবাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরেও কাটিয়েছিলেন। রবিবার ষষ্ঠীর রাতে ফের দম্পতির মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। স্বামী অসিত ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরোতে চাইলে রূপালি আপত্তি জানান। সেই নিয়েই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে সন্তানদের নিয়ে নিজের ঘরে চলে যান রূপালি। অসিত অন্যত্র গিয়ে ঘুমোতে থাকেন।

সোমবার সকাল দশটা গড়িয়ে গেলেও ঘুম থেকে না ওঠায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। বারবার ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে তাঁরা দরজা ভেঙে ফেলেন। দেখা যায়, খাটের উপর নিথর অবস্থায় পড়ে রয়েছে দুই শিশুর দেহ। আর পাশেই সিলিং ফ্যানে ঝুলছে রূপালির দেহ। এই দৃশ্য দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার-পরিজনরা।

মহাষ্টমীতে সপরিবারে পুজো দিলেন সুকান্ত, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার বিতর্কে তোপ পুলিশকে

সমকাল সংবাদ: অষ্টমীর দিনটা রাজনীতির মঞ্চ নয়, পারিবারিক আবহেই কাটালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতা সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার সকালেই স্ত্রী ও দুই কন্যাকে নিয়ে বালুরঘাটের দক্ষিণ খাদিমপুর শঙ্কর স্মৃতি মন্দিরে পৌঁছন তিনি। মণ্ডপে প্রবেশের পর আর রাজনৈতিক নেতা সুকান্ত নন, একেবারে পাড়ার মানুষ অঞ্জলি দিলেন, স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বললেন, এমনকি অনুরোধে বহুজনের সঙ্গে সেলফিও তুললেন। আর সেখান থেকেই সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো নিয়ে কলকাতা পুলিশকে তীব্র কটাক্ষ করলেন।

এদিন শুধু এক জায়গাতেই নয়, একদিনে একাধিক মণ্ডপে পুজো দিতে দেখা যায় তাঁকে। খাদিমপুর মন্দিরে অঞ্জলি দেওয়ার পর সোজা চলে যান দিপালী নগরের মৈত্রী চক্র ক্লাবে। যদিও বর্তমানে তিনি দিপালী নগরে থাকেন, তবু পুরনো এলাকা খাদিমপুরের টান ছাড়েননি। প্রতি বছরই সেখানে উপস্থিত হন। এবছরও তার ব্যতিক্রম হল না। পুজোর আবহের মাঝেই সুকান্তর কণ্ঠে উঠে আসে সাম্প্রতিক কলকাতার দুর্ঘটনার কথা। গত সপ্তাহে টানা বৃষ্টিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শহর ও শহরতলি মিলিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১১ জন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এমন দুর্যোগ থেকে মুক্তি প্রয়োজন। মায়ের কাছে ভরসা রয়েছে, সব দুর্গতিনাশ করবেন তিনি।

তবে এদিন শুধুই পুজোর মেজাজে আটকে থাকেননি তিনি। সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার পুজো ঘিরে পুলিশ ও কমিটির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, সে প্রসঙ্গও টেনে আনেন। তাঁর অভিযোগ, তিনি নিজে গিয়েছিলেন সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারে। পুলিশ যা করছে, সবই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যেখানে মানুষ ৭০০ মিটার হাঁটলেই পৌঁছতে পারত মণ্ডপে, সেখানে তাঁদের প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সপরিবারে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি অষ্টমীর দিনেই সুকান্ত মজুমদারের মুখে শোনা গেল একদিকে আস্থা, অন্যদিকে ক্ষোভের সুর।

দেবীই স্বয়ং রান্না করেন ভোগ! ৫০০ বছর ধরে ঝাড়গ্রামের এই পুজো সারা বাংলার আকর্ষণ

সমকাল সংবাদ: বাংলায় শারদীয় দুর্গাপুজোর রীতি শ্রীচৈতন্যের লীলাকাণ্ডের আগে থেকে প্রচলিত। প্রায় পাঁচশো বছরেরও বেশি সময় ধরে পুজোর এই রীতি। তেমনই প্রায় ৫০০ বছর ধরে প্রচলিত ঝাড়গ্রাম জেলার চিল্কিগড়ে অবস্থিত কনকদুর্গার পুজো। এই মন্দিরটি বাংলার একটি অত্যন্ত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থান। ডুলুং নদীর তীরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এই মন্দির।

ইতিহাস ও কিংবদন্তী

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, প্রায় ৫০০ বছর আগে চিল্কিগড়ের সামন্ত রাজা গোপীনাথ সিংহ মত্তগজ স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর রাজা তার রানীর হাতের সোনার কাঁকন দিয়ে দেবী দুর্গার মূর্তি তৈরি করান। এই কারণে দেবীর নামকরণ করা হয়ঃকনকদুর্গা।

মূর্তি চুরির কাহিনি - ১৯৬০ সালে আসল সোনার মূর্তিটি চুরি হয়ে যায়। এরপর গোপীনাথের বংশধররা অষ্টধাতুর একটি নতুন মূর্তি মন্দিরে স্থাপন করেন, যা বর্তমানে পূজিত হয়। এই মূর্তিটি অশ্বারোহিণী চতুর্ভূজা রূপে নির্মিত।

দেবীই স্বয়ং রান্না করেন ভোগ

শোনা যায়, দুর্গাপুজোর সময় নরবলির প্রচলন ছিল। পরে মহিষ ও পাঁঠা বলিই এই পুজোর অন্যতম রীতি হয়ে ওঠে। স্থানীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী, অষ্টমীর রাতে দেবী স্বয়ং ভোগ রান্না করেন। বর্তমান মন্দিরটি নতুন করে তৈরি করা হলেও, এর পাশেই প্রাচীন ও ভগ্নপ্রায় মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়, যা ইতিহাসের সাক্ষী। মন্দিরটি কনক অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত, যা একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। ডুলুং নদীর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া পর্যটকদের জন্য একটি বিশেষ আকর্ষণ।

কীভাবে যাবেন এই মন্দিরে? মন্দিরটি ঝাড়গ্রাম শহর থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ঝাড়গ্রাম থেকে সড়কপথে সহজেই অটো বা গাড়িতে করে এখানে পৌঁছানো যায়। এটি পর্যটকদের কাছে একটি জনপ্রিয় গন্তব্য। মন্দির চত্বরে একটি শিশু উদ্যান এবং কৃত্রিম লেকে নৌকা চালানোরও ব্যবস্থা রয়েছে, যা এটিকে একটি পারিবারিক ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত স্থান করে তোলে। তবে এই অঞ্চলে প্রচুর হনুমান থাকায় সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

লালবাজারের নজরদারিতে শহরের 'সোনার' দুর্গাপুজো, মোতায়েন অতিরিক্ত বাহিনী

সমকাল সংবাদ: কলকাতার পুজো মানেই আলো, ভিড় আর জমজমাট আয়োজন। তার মধ্যেই আলাদা নজর কাড়ে সোনার গয়নায় সাজানো প্রতিমা। উত্তর থেকে দক্ষিণ, শহরের নামকরা ১৩টি পুজো মণ্ডপে দেবীকে সোনার অলঙ্কারে সাজানো হয়। লাখো ভক্তের ভিড় জমে এসব মণ্ডপে, কিন্তু এত সোনা-রুপোর সাজসজ্জা নিয়ে চিন্তাও কম নয়। কারণ, নজর রাখতে পারে দুষ্কৃতীরাও। তাই মণ্ডপে মণ্ডপে এখন পাহারায় লালবাজার।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ১৩টির মধ্যে ১১টি মণ্ডপে নিযুক্ত করা হয়েছে দু'জন করে রাইফেলধারী পুলিশকর্মী। তাঁদের দায়িত্ব প্রতিমার গয়নার উপর কড়া নজর রাখা। বাকি দু'টি মণ্ডপে নিরাপত্তার বলয় আরও শক্ত। যেমন, মুচিপাড়া এলাকার এক পুজো মণ্ডপে থাকছেন দু'জন রাইফেলধারী কনস্টেবল ও দু'জন সার্ভিস পিস্তলধারী অফিসার। আর বেনিয়াপুকুরের এক মণ্ডপেও একইভাবে সশস্ত্র পাহারায় প্রতিমার গয়না সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে। পুজো কমিটিগুলি সাধারণত নিজেদের দিক থেকেও সোনা পাহারার ব্যবস্থা রাখে। গয়নার হিসাব রাখা থেকে শুরু করে বিসর্জনের আগে সেগুলি খুলে নেওয়া সবই কমিটির তত্ত্বাবধানে হয়। তবে এত ভিড়ের মধ্যে ঝুঁকি এড়াতে পুলিশের সহায়তাই সবচেয়ে বড় ভরসা। লালবাজারের নির্দেশে এই সব মণ্ডপেই বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা, যাতে প্রতিমার কাছাকাছি কেউ সন্দেহজনকভাবে পৌঁছতে না পারে।

অনেক জায়গায় প্রতিমাকে অল্প সময়ের জন্য গয়না পরানো হলেও, যতক্ষণ মায়ের গায়ে থাকে এই সোনার অলঙ্কার, ততক্ষণ সেখানে থাকেন সশস্ত্র পুলিশকর্মীরা। তাঁদের নজর শুধু গয়নার দিকেই নয়, দর্শনার্থীর ভিড়েও সমানভাবে। কেউ যেন অতিরিক্ত কাছে গিয়ে ভিড়ের সুযোগ নিতে না পারে, সেই বিষয়েও কড়া নির্দেশ রয়েছে। অর্থাৎ, পুজোর আলো-আড়ম্বরের আড়ালে এখন সোনার সাজে মণ্ডপগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরোপুরি লালবাজারের হাতে। শহরের এই 'সোনার' দুর্গাপুজোগুলি তাই শুধু ভক্তদের নয়, পুলিশেরও সমানভাবে নজরের কেন্দ্রবিন্দু।

আমজনতার কাছে পৌঁছতে পুজোয় রাজ্যজুড়ে প্রায় ২ হাজার বুকস্টল সিপিএমের

সমকাল সংবাদ: ২০২৬ বিধানসভা ভোটের আগে দুর্গাপুজোকে হাতিয়ার করতে কোমর বেঁধে নেমেছে সিপিএম। পুজোর ভিড়কে সামনে রেখে কলকাতায় ১১৯টি বুকস্টল খুলেছে আলিমুদ্দিন। সারা রাজ্যে স্টলের সংখ্যা ছুঁতে চলেছে প্রায় দু'হাজার। লক্ষ্য একটাই, আসন্ন নির্বাচনের আগে আমজনতার কাছে পৌঁছনো। জানা যাচ্ছে, এ বছর বুকস্টলে রাখা হয়েছে ১২ থেকে ১৩ রকম নতুন বই। দলের মতাদর্শভিত্তিক বইয়ের পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের নাটক, প্রবন্ধ ও কবিতা। জায়গা হয়েছে প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির লেখারও। শুধু রাজনীতি নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি তুলে ধরার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি এবং একাধিক প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, জীবনী, অনুবাদ, সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, শিশু ও কিশোর সাহিত্য সবকিছুরই মিশ্রণ মিলছে স্টলগুলিতে। এমনকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়েও আলাদা বই রয়েছে। কলকাতা জেলা সিপিএম সম্পাদক কল্লোল মজুমদার জানিয়েছেন, এবার কলকাতায় ১১৯টি স্টল হয়েছে। যাদবপুর, বাগবাজার, নেতাজিনগর-সহ কয়েকটি এলাকায় বড় মাপের স্টল দেওয়া হয়েছে।প্রবীণ নেতা রবীন দেব মনে করছেন, গোটা রাজ্যে স্টলের সংখ্যা দু'হাজারের কাছাকাছি হবে।

অষ্টমীতে তৈরি হল ঘূর্ণাবর্ত, দুপুর থেকে হবে বৃষ্টি, ক্রমেই বাড়বে বর্ষণ, একনজরে পূর্বাভাস

সমকাল সংবাদ: অষ্টমীর দুপুর থেকে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় দুপুরের দিকে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা বৃষ্টি হে পারে। তুলনায় কম হলেও উত্তর কলকাতা এবং শহরতলিতেও বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে। এর আগে ষষ্ঠী-সপ্তমী বৃষ্টিহীন ভাবে কেটেছিল। তবে পুজোর মাঝে ফের দুর্ভোগ শুরু হতে পারে কলকাতাবাসীর। ক্রমেই নবমী এবং দশমীকে বৃষ্টি বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস।

এদিকে কলকাতা ছাড়াও বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব মেদিনীপুর। এই জেলাগুলির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে এই সব জেলায়। তবে আজ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস নেই। এদিকে উত্তর আন্দামান সাগরে আজ তৈরি হল একটি ঘূর্ণাবর্ত।

নবমীতে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আর এরপর দশমীতে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে কলকাতা, হওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায়। আর অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে সেদিন।

এরপর ৩ অক্টোবর, একাদশীর দিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। সেদিন কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সব জেলাতেই সেদিন হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। ৪ অক্টোবরও দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র জারি থাকবে হলুদ সতর্কতা। সেদিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে। তারপর ৫ এবং ৬ অক্টোবর বৃষ্টি কমলেও কমবেশি দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বর্ষণের সম্ভাবনা থাকবে।

উত্তরবঙ্গে আজ কোথাও ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা নেই তবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং নীচের দিকের তিন জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। নবমীতে উত্তরের সব জেলায় জারি থাকবে হলুদ সতর্কতা। তারপর দশমীতে উত্তরের ওপরের ৫ জেলায় ভারী বর্ষণ হতে পারে। একাদশী এবং দ্বাদশীতে ওপরের পাঁচ জেলা এবং উত্তর দিনাজপুরে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি থাকবে। এই দুদিন মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। তারপর ৫ এবং ৬ অক্টোবর ওপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি।

এই বৃষ্টির সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষমতা পুরসভার নেই, হাত তুলে দিয়ে বললেন 'অসহায়' মেয়র

সমকাল সংবাদ: সোমবার রাতভর অঝোর বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা। শহরের রাস্তাঘাট থেকে অলিগলি-সবখানেই হাঁটু জল, কোথাও বা কোমর পর্যন্ত। এই দুর্ভোগের মধ্যে মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানালেন, "প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা পুরসভার নেই। এবারের বৃষ্টি সম্পূর্ণ অ্যাবনর্মাল-অস্বাভাবিক।"

মেয়রের কথায়, "এরকম মেঘভাঙা বৃষ্টি আমি কোনওদিন কলকাতায় দেখিনি। আমি এই শহরেই জন্মেছি, বড় হয়েছি। খবরের কাগজে পড়েছিলাম উত্তরাখণ্ড বা কাশ্মীরে এভাবে বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় ৩০০ মিমির বেশি বৃষ্টি এর আগে হয়নি।"

ভুল কথা বললেন মহানাগরিক। সোমবার রাত থেকে কলকাতায় যে বৃষ্টি হয়েছে তা হালফিলে বেনজির। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে বালিগঞ্জ এলাকায়- ২৯৫ মিলিমিটার। এর পরেই রয়েছে মুকুন্দপুর (২৮০ মিমি), গড়িয়া (২৭০ মিমি), যাদবপুর (২৫৮ মিমি), গড়িয়াহাট (২৬২ মিমি) ও কসবা (২৪৬ মিমি)। অন্যদিকে, সবচেয়ে কম বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে উত্তর কলকাতার সাউথ দমদমে, মাত্র ৬১ মিমি।

এদিন সকালে প্যান্ট গুটিয়ে, ফ্রেইড পেরির পোলো শার্ট পরে পুরসভায় পৌঁছে যান মেয়র। তার সাংবাদিকদের বলেন, "বৃষ্টি ও নিম্নচাপে সমুদ্র উত্তাল হয়ে রয়েছে। নদীতে টগমগ করছে জল। খাল উপচে পড়ছে। ফলে পুরসভা থেকে ড্রেনেজ সিস্টেমে জল ফেলতে গেলেও তা ব্যাক ফ্লো হয়ে আবার শহরে ঢুকে পড়ছে। জল খালে না গেলে শহর থেকে জল নামবে কী করে!"

ফিরহাদ জানান, "দুপুর দেড়টায় হুগলি নদীতে বড় বাণ আসার কথা। সেই বাণ কেটে গেলে তবেই জল ফেলা সম্ভব হবে। কলকাতায় জল জমলে আগে খালে ফেলতে হয়, তারপর তা নদীতে যায়, শেষে সমুদ্রে। সমুদ্র ভরা থাকলে সেই প্রক্রিয়াও থেমে যায়।"

তাঁর কথায়, "যদি আর নতুন করে বৃষ্টি না হয়, তবে রাতের মধ্যে জল নেমে যাবে। তবে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে কোনও লাভ নেই। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।"

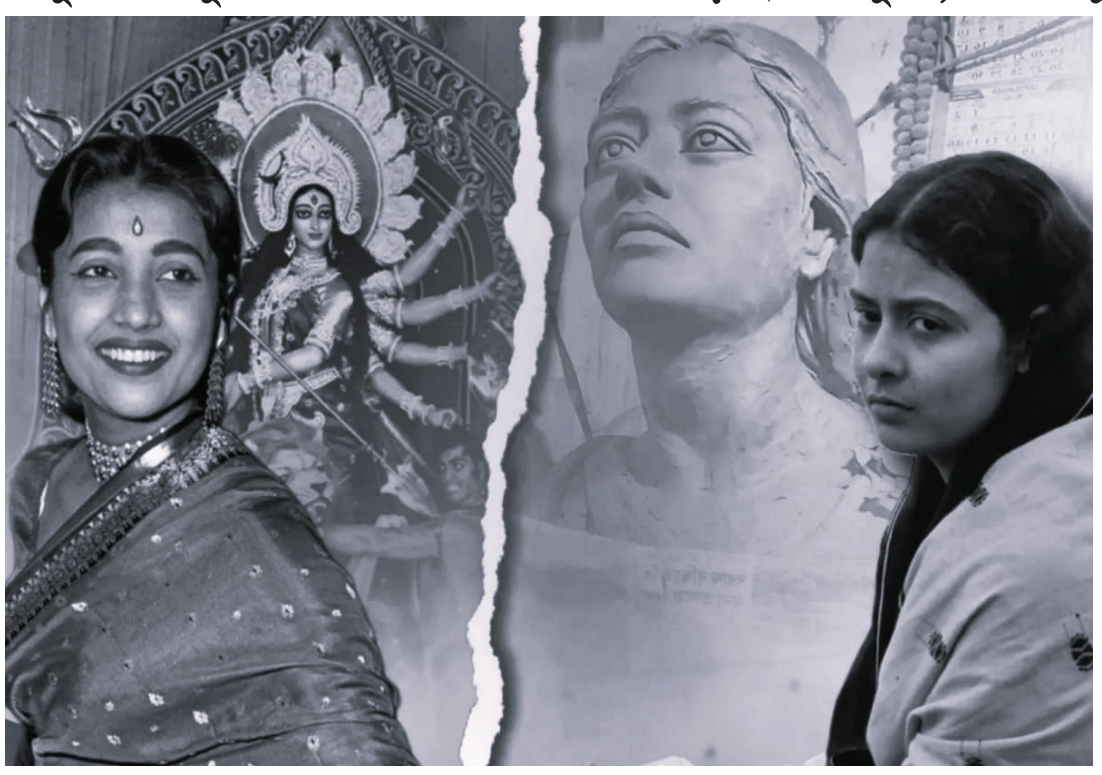

সুচিত্রার মুখের আদলে রমেশ পাল গড়েছিলেন দুর্গা, এবার সুপ্রিয়া মুখশ্রীতে থিমের প্রতিমা

নিজস্ব সংবাদদাতা: সাবেকি প্রতিমা আর থিমের প্রতিমার লড়াই প্রতি বছর চলে। তবে ইদানিং কালে সনাতনী প্রতিমার থেকেও জনপ্রিয়তায় এগিয়ে থিমের পুজো। কিন্তু আধ্যাত্মিক মহিমায় দর্শনার্থীদের কাছে সবথেকে এগিয়ে সনাতনী প্রতিমা। সনাতনী প্রতিমা তৈরিতে সবথেকে নামকরা প্রতিমা শিল্পী ছিলেন রমেশ পাল। রমেশ পালের ঠাকুর দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ কলকাতায় আসত।

বিশেষত তাঁর তৈরিওফায়ার ব্রিগেডও-এর পুজো ছিল ছয়ের দশকের হায়েস্ট ডিমান্ড পুজো। এই পুজোতে রমেশ পালের প্রতিমার মুখ হত গোল নয়, ডিম্বাকৃতি। খুব সচেতন ভাবেই সেইসময়কার শীর্ষস্থানিয়া নায়িকা সুচিত্রা সেনের আদলে দুর্গার মুখ তৈরি করতেন তিনি। আর এ বছর, বেহালার বিখ্যাত থিম পুজোর মণ্ডপ তাঁদের প্রতিমার মুখ তৈরি করছে আর এক স্বর্ণযুগের নায়িকা, সুপ্রিয়া দেবীর (ঝঁঢ়ৎবুধ উবনর) আদলে। সে যুগ থেকে এ যুগেও উত্তমকুমারের দুই নায়িকা জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েনি।

এখন যাঁরা ষাটোর্ধ্ব তাঁদের ছোটবেলার এ পুজো আজও স্মৃতিজাগানিয়া। আর এখনকার প্রজন্মের জন্য এ যেন অতীতের গল্পকথার জীবন্তচিত্র। পঞ্চাশ ষাটের দশকে সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ছিল এই দমকলের ঠাকুর। কিংবদন্তি প্রতিমাশিল্পী রমেশ পাল তৈরি করতেন এই ফায়ার ব্রিগেডের প্রতিমা, অবিকল সুচিত্রা সেনের মতো। এই ঠাকুর দেখতেই ভিড়ের ঢল বয়ে যেত সেকালে। সেদিক থেকে প্রতিমায় থিমের চমক এনেছিল এই দমকলের ঠাকুরই। তখন কলকাতার বিখ্যাত পুজো বলতে উত্তরে বাগবাজার সার্বজনীন, মধ্য কলকাতায় ফায়ার ব্রিগেডের পুজো, মাঝে পার্কসার্কাস ময়দানের পুজো আর দক্ষিণে ভবানীপুর সজ্ঘশ্রী। কিছুটা ভিড় দেখা যেত খিদিরপুরের ২৫ পল্লীতে। তবে তখন থিমের প্যান্ডেল বা থিমের ঠাকুর কী জিনিস, লোকে জানত না। ঠাকুর হবে ডাকের সাজের একচালার অথবা কাপড়ের শাড়ি পরা আলাদা আলাদা দুর্গা তাঁর সন্তানদের নিয়ে। সেই দুর্গার মাথার উপর শিব ঠাকুরের ছবি।

সে সময়েই ভবানীপুর সজ্ঘশ্রীর ঠাকুরের বিশেষ চমক ছিল। সেখানে লাইটিংয়ের কাজ হত মণ্ডপের ভিতরে। তিন শক্তি থেকে মা দুর্গার সৃষ্টি বা মহিষাসুরবধ-- এগুলো মাটির মূর্তির ভিতর লাইট এন্ড সাউন্ডে দেখানো হত। ভবানীপুরের সেই ঠাকুর দেখার ছিল বিশেষ উন্মাদনা।

দমকলের পুজো ছাপিয়ে গিয়েছিল সব পুজোকে। সেখানে সুচিত্রা সেনের মুখের আদলেই রমেশ পাল তৈরি করতেন প্রতিমার মুখশ্রী। রুপোলি পর্দায় সুচিত্রা সেন ছিলেন একমাত্র নায়িকা, যাঁর মুখে ক্যামেরা সবচেয়ে বেশিক্ষণ ফোকাস করে রাখতেন চিত্রগ্রাহকরা। অন্য নায়িকাদের গানের স্লটে নায়িকার মুখ বাদেও আকাশ, গাছপালা দেখানো হতো, কিন্তু সুচিত্রা সেনের লিপের যে কোনও গান খেয়াল করে দেখা যায়, ক্যামেরা স্থির হয়ে আছে সুচিত্রার মুখেই।

এ হেন আইকনিক মুখশ্রী শুধুমাত্র সিলভার স্ক্রিনে নয়, সুপারহিট ছিল পুজো প্যান্ডেলেও। মধ্য কলকাতার দমকলের ঠাকুরের প্যান্ডেলে খুব একটা কিছু বিশেষত্ব থাকত না। সব আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সুচিত্রা সেন মুখশ্রীর মতো প্রতিমা এবং সেটা সবসময়ই গড়তেন রমেশ পাল।

প্রতিমার শাড়ির রং আগুন কমলা। কী অপূর্ব শিল্প, কী অপূর্ব চিন্তা। কলকাতা দমকলবাহিনী এই পুজো করত, যা দেখতে ভিড় উপচে পড়ত, যাকে বলে দর্শনার্থীর ঢল। তখনকার কলকাতার সবচেয়ে বিখ্যাত পুজো ছিল এটিই। শেষ বোধহয় ১৯৬৩ সালে এই পুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ শোনা যায়, দমকল বাহিনী নিজেদের এই পুজো নিয়ে ব্যস্ততার কারণে অন্য প্যান্ডেলে ঠিকমতো পরিষেবা দিতে পারছিল না। হামেশাই সারা কলকাতা শহরের পুজোয় বিশৃঙ্খলা হত। তাই সেসব সামলাতেই নিজেদের এই পুজো বন্ধ করে দেন তাঁরা।

পুজোর কিছু উদ্যোক্তাই পরে পাশের পার্কে মহম্মদ আলি পার্কের পুজো চালু করেন। প্রতিমায় নতুন থিম আনে মহম্মদ আলি পার্ক। সেখানে প্রতিমা বানাতেন অলক সেন। রমেশ পাল তখন কলেজ স্কোয়ারের প্রতিমা গড়া শুরু করেন।

তবে রমেশ পাল পরের দিকেও অন্য বিখ্যাত ক্লাবগুলিতে প্রতিমা বানাতেন। কলেজ স্কোয়ার, পার্ক সার্কাস, খিদিরপুর যুবক সংঘ ছাড়া একডালিয়াতেও উনি প্রতিমা দিতেন। বহু প্রতিমার মুখ তখনও কিন্তু মিলে যেত সুচিত্রা সেনের সঙ্গেই। সেসময় ফটো স্টুডিওগুলোও খুব বিখ্যাত ছিল। প্রতি স্টুডিওতেই এই রমেশ পালের তৈরি সুচিত্রা সেন মুখশ্রীর প্রতিমার ছবি থাকতই। আজকাল বহু থিমের ঠাকুর সংরক্ষণ হয় কিন্তু কিংবদন্তি রমেশ পালের এমন অসামান্য কাজ সংরক্ষণ হয়নি। কিছু ফটোগ্রাফারের ছবিতেই ধরা আছে সুচিত্রা মুখশ্রী জীবন্ত প্রতিমা। অথচ এমন ঐতিহাসিক মূর্তি জাদুঘরে থাকতে পারত।

সুচিত্রা সেনের পর বহু দশক পর, এবার থিম পুজোর প্রতিমাতে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন সুপ্রিয়া দেবী। সুপ্রিয়ার মুখ সে অর্থে দেবীমুখ একেবারেই নয়। তাহলে সুপ্রিয়া কেন? আসলে এই ২০২৫ ঋত্বিক ঘটকের শতবর্ষ। সেই কারণে বেহালা আদর্শ পল্লী তাঁদের এ বছরের থিম করছেওমেঘে ঢাকা তারাঽ ও নীতা। সুপ্রিয়া দেবীর ল্যান্ডমার্ক চরিত্রওনীতাঽ সেই নীতা সুপ্রিয়া দেবীর মতো অবিকল করা হচ্ছে দেবীমুখ।ওযে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়েঽ সুপ্রিয়ার সেই হংসীগ্রীবা তৈরি করছেন শিল্পী অভীক সেন ও শুভম বন্দ্যোপাধ্যায়। গোটা মণ্ডপ জুড়ে ফুটে উঠছে দেশভাগের ছবি। আঁকা হচ্ছে ঋত্বিক ঘটকের ছবি। মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহার করা হচ্ছে টিন, ইট, বাঁশ। বেহালা ১৪ নম্বর স্টপেজে নেমে রায় বাহাদুর রোড ধরে বেশ কিছুটা এলে পাবেন আদর্শ পল্লী। আবার নিউ আলিপুর বুড়ো শিবতলা ধরে এলেও সহজে পাবেন এই ক্লাব। নতুন প্রজন্মের কাছেওদাদা আমি কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলামঽ আর নীতা নতুন ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল ঋত্বিক শতবর্ষে।

সনাতনপন্থীরা প্রতিবাদ করতেই পারেন কেন একজন অভিনেত্রীর মুখের আদলে প্রতিমার মুখ হবে? তবে জনতা-জনার্দনই যে শেষ কথা।

শ্যামনগরে গাছ কাটায় উত্তাল পরিবেশ, বিজেপি নেতৃত্বের প্রতিবাদে তীব্র বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা: শ্যামনগরের বিবেকানন্দ নগরের দিপালী মাঠে এক বড় গাছ কাটা ঘিরে রবিবার সৃষ্টি হল চাঞ্চল্য। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পাশেই ২৩ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায় কাউন্সিলরের উদ্যোগে এই গাছ কাটা হয়। গাছ কাটার সময় উপস্থিত ছিলেন বন দপ্তরের কিছু কর্মীও। কিন্তু গাছ কাটার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এই ঘটনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ভারতীয় জনতা পার্টির জগদ্দল মন্ডল ১-এর সভাপতি শুভঙ্কর দে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন সভাপতি গৌরঙ্গ বিশ্বাস এবং মন্ডল ১-এর যুব মোর্চার সভাপতি প্রীতম নন্দী। তাঁরা অভিযোগ করেন, বিনা কারণে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, অথচ এর ফলে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। স্থানীয় কাউন্সিলরের উদ্যোগে গাছ কাটা হলেও বন দপ্তরের অনুমতির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, গাছ কাটার আগে এলাকাবাসীর মতামত নেওয়া উচিত ছিল। "এভাবে একের পর এক গাছ কেটে শহরকে কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত করা হচ্ছে। আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করি," বলেন শুভঙ্কর দে। গৌরঙ্গ বিশ্বাস জানান, গাছ কেটে পরিবেশ নষ্ট করলে এলাকার ভবিষ্যৎ আরও বিপদের মুখে পড়বে। যুব মোর্চার সভাপতি প্রীতম নন্দীও জানান, পরিবেশ রক্ষায় তাঁরা শেষ পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

অন্যদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়েই গাছ কাটা হচ্ছে। রাস্তা সম্প্রসারণ এবং নাগরিক সুবিধার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে বিরোধীরা বলছেন, নাগরিক সুবিধার অজুহাতে নির্বিচারে গাছ কাটা মানা যায় না।

ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। পরিবেশ রক্ষা না উন্নয়ন-কোনটা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত, সেই বিতর্ক ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে শ্যামনগরে।

পুজোর UNESCO স্বীকৃতি নিয়ে কাড়াকাড়ি, মোদীর মন কি বাত-এর পর পালটা তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টাতেই নাকি কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কো স্বীকৃতি পেয়েছে। গতকালই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এমন দাবি করেছিলেন মন কি বাত অনুষ্ঠানে। তবে তৃণমূল কংগ্রেস মোদীর সেই দাবিকে খারিজ করে দিল। বাংলার শাসক দলের তরফ থেকে বলা হল,ওপ্রধানমন্ত্রী ডাহা মিথ্যা বলেছেনঽ এমনকী এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকেওডাক পিওনঽ বলেও কটাক্ষ করা হয়েছে। পদ্ম শিবিরের বিরুদ্ধে ঘাসফুল শিবিরের অভিযোগ, ভোটের রাজনীতি করতেই দুর্গাপুজোর ইউনেস্কো স্বীকৃতির বিষয়টি উত্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

উল্লেখ্য, গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মন কি বাত'-এর ১২৬তম পর্বে বলেছিলেন,ওকলকাতার শারদোৎসবের ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার নেপথ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অবদান রয়েছে। এ বার ছট পুজোকেও ইউনেস্কোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছেঽ আর মোদীর এই মন্তব্যের পরই তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, প্রধানমন্ত্রী ডাহা মিথ্যা বলেছেন। বামফ্রন্ট

সরকার পুজোর বিষয়ে কোনও নজর দেয়নি। মমতাদি সরকারে এসে পুজোর ঐতিহ্য, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও বিশ্বায়নে নজর দিয়েছেন। সব ফাইল রাজ্যই তৈরি করে পাঠিয়েছিল। কোনও ক্ষেত্রে কেন্দ্র ডাক পিওনের ভূমিকা নিলে সেই কৃতিত্ব তাদের হয়ে যায় না।

এদিকে এই বিষয়ে কেন্দ্রকে তোপ দেগেছেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও। তাঁর কথায়,ও২০২১ সালে বাংলার শারদোৎসব ইউনেস্কোর স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নিয়ে সরাসরি উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই সমস্ত নথি ও প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী তখন বহুবার বাংলায় এসেছিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁকে এই বিষয়ে মন্তব্য করতে দেখা যায়নি। হঠাৎ ২০২৫ সালে এসে কেন তিনি এই সংক্রান্ত দাবি করছেন? এটা কি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ নাকি? বাংলার মানুষ জানেন শারদোৎসবকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরঽ উল্লেখ্য, বাংলা দখলের চেষ্টায় বিগত বেশ কয়েকবছর ধরেই বাঙালি অস্মিতাকে হাতিয়ার করতে চাইছে বিজেপি। এদিকে তৃণমূলও ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য বাঙালিয়ানাকেই হাতিয়ার করছে। এই আবহে দুই দলের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে দুর্গাপুজো নিয়ে লেগে গেল দ্বন্দ্ব।

ওয়াকফ আইনের উপরে আংশিক স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা: ওয়াকফে সম্পত্তি দান করার জন্য ৫ বছর ইসলাম ধর্মাচরণ করার যে শর্ত দেওয়া হয়েছিল ওয়াকফ সংশোধনী আইনে, তার উপরে স্থগিতাদেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি বি আর গভাই এবং বিচারপতি এ জি মসিহ। তবে সম্পূর্ণ ওয়াকফ আইনের উপর স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার সুপ্রিম কোর্টের।

ওয়াকফ আইনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে একাধিক পিটিশন দাখিল হয়েছিল। আর্জি জানানো হয়েছিল, এই আইনে সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। তবে এ দিন, সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্ট ওয়াকফ আইনের উপরে সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করে। তবে কিছু কিছু বিধানের অন্তর্বর্তী সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলেই উল্লেখ করেছে শীর্ষ আদালত।

এ দিন প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই ও বিচারপতি এ জি মসিহের বেঞ্চ বলে, "গোটা আইনটিকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তবে আমরা দেখেছি যে বেসিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে ৩(আর), ৩সি, ১৪ নিয়ে। আমরা ১৯২৩ সালের আইন থেকে আইন প্রণয়নের ইতিহাস দেখেছি এবং প্রত্যেকটি ধারার প্রাথমিক ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করেছি। পুরো আইনের বিরুদ্ধে শুনানির মতো যুক্তি পাওয়া যায়নি। তবে যেসব ধারা বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে, সেই ধারাগুলোর ওপর আমরা স্থগিতাদেশ জারি করছি।"

মূল যে বিষয়টির উপরে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে, তা হল ওয়াকফ সম্পত্তি দান নিয়ে যে বিধান দেওয়া হয়েছিল, তার উপর। ওয়াকফ সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন না করলে তিনি ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা বা দান করতে পারবেন না। সরকার একজন (অমুসলিম) অফিসার নিয়োগ করবে, যিনি খতিয়ে দেখবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করেছেন কিনা। এ বিষয়ে রিপোর্ট জমা না পড়া পর্যন্ত, ওই ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে না।

যদি তদন্তকারী অফিসার প্রমাণ পান যে ওয়াকফের নামে অধিকৃত সম্পত্তি বা জমি আদতে সরকারি সম্পত্তি, তাহলে রেভিনিউ রেকর্ডে তথ্য পরিবর্তন করার প্রস্তাব দিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রেভিনিউ রেকর্ড পরিবর্তন করার নির্দেশ দেবে। এই ধারার উপরেই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে নতুন অ্যাডিশনাল ও জয়েন্ট সিইও, ডেপুটি সিইও-র জন্য নতুন প্যানেল চাইল কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন দফতরে শীর্ষ পদে রদবদল। রাজ্যের অ্যাডিশনাল

চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার (Addl. CEO) এবং জয়েন্ট চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার (Joint CEO) পদে নিয়োগের জন্য নাম চূড়ান্ত করল নির্বাচন কমিশন(ঊষবপঃরড়হ ঈড়সসরংংরড়)। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, আইএএস অফিসার শ্রী এস. অরুণ প্রসাদ (WB:2011) হচ্ছেন নতুন অ্যাডিশনাল সিইও এবং আইএএস অফিসার হরিশঙ্কর পানিক্কর (WB:2013) হচ্ছেন নতুন জয়েন্ট সিইও।

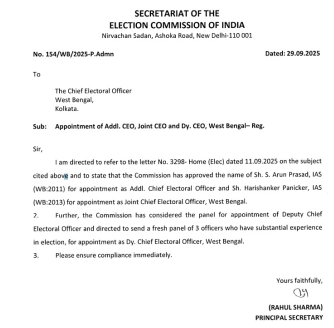

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

No. 154/WB/2025-P.Admn **Dated: 29.09.2025**

To

The Chief Electoral Officer
West Bengal,
Kolkata.

Sub: Appointment of Addl. CEO, Joint CEO and Dy. CEO, West Bengal– Reg.

Sir,

I am directed to refer to the letter No. 3298- Home (Elec) dated 11.09.2025 on the subject cited above and to state that the Commission has approved the name of Sh. S. Arun Prasad, IAS (WB:2011) for appointment as Addl. Chief Electoral Officer and Sh. Harishanker Panicker, IAS (WB:2013) for appointment as Joint Chief Electoral Officer, West Bengal.

2. Further, the Commission has considered the panel for appointment of Deputy Chief Electoral Officer and directed to send a fresh panel of 3 officers who have substantial experience in election, for appointment as Dy. Chief Electoral Officer, West Bengal.

3. Please ensure compliance immediately.

Yours faithfully,

(RAHUL SHARMA)
PRINCIPAL SECRETARY

Copy to: The Chief Secretary to the Govt. of West Bengal, Kolkata.

কমিশন রাজ্যের পাঠানো নামের তালিকা খতিয়ে দেখে এই দু'জনের নিয়োগে অনুমোদন দিয়েছে। একইসঙ্গে ডেপুটি চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার (Dy. CEO) পদে নতুন করে প্যানেল পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। শর্ত, ওই তালিকায় অন্তত তিন জন এমন অফিসারের নাম থাকতে হবে যাঁদের নির্বাচনী কাজে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে।

চিঠিতে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, অবিলম্বে এই নির্দেশ মেনে চলতে হবে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত নতুন প্যানেল পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে নবান্ন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামী দিনে ভোটপ্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় এই বদল ও নিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, বছর ঘুরলেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। স্বভাবতই নতুন পদাধিকারীদের দায়িত্বও কম নয়।

পুজোর পরই বৃহত্তর বিক্ষোভ, ভোটের মুখে সামলাতে পারবে তো? ডিএ নিয়ে সরকারকে নিশানা ভাস্করের

নিজস্ব সংবাদদাতা: দুর্গা পুজোর মধ্যে এবং দীপাবলির আগে বড়সড় সুখবর এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য। ফের তাঁদের ডিএ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই বাড়তি ভাতা কার্যকর হবে চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে। আর এই সিদ্ধান্তের পর ফের রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে বেড়েছে অসন্তোষ। কেন্দ্র ফের ডিএ বাড়ানোর ফলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের তফাৎ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশ। এই ইস্যুতেই আবার বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ। স্পষ্ট কথা, মহার্ঘ্য ভাতা না মেটালে পুজোর পর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের তীব্র আন্দোলনের জন্য তৈরি থাকতে হবে সরকারকে।

ভাস্কর বলেন, পশ্চিমবঙ্গের থেকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অনেক রাজ্য আছে। কিন্তু তারাও এতটা বঞ্চিত করে না রাজ্য সরকারি কর্মীদের। সব থেকে বেশি বঞ্চনার স্বীকার হন বাংলার কর্মীরাই। কেন্দ্র আবার ৩ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর ফলে ৪০ শতাংশের অঙ্ক হয়ে গেছে। এটা মেনে নেওয়া যায় নাঽ এই প্রসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, পুজোর পরই আরও বড় আন্দোলনে যেতে পারেন তাঁরা। তেমন হলে আসন্ন ভোটের আগে তা সামাল দিতে পারবে না সরকার।

বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও খোঁচা দিতে ছাড়েননি রাজ্য সরকারকে। তিনিও একটি পোস্ট করে কেন্দ্র-রাজ্য ডিএ পার্থক্য দেখিয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘদিন ধরে চলছে ডিএ মামলার শুনানি। পুজোর পরই তার রায়দান হওয়ার কথা। সেই প্রসঙ্গে ভাস্কর বলেন - ওই মামলায় তাঁরাই জিতবেন কারণ এটা অধিকারের প্রশ্ন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পাওয়ার বিষয় নিয়েও তাঁরা আশাবাদী। তবে তেমনটা যদি না হয় তাহলে ভোটের সময় পর্যন্ত বড় আন্দোলন করা হবে বলেই কার্যত হুমকি দিয়েছেন তিনি। ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল, মহার্ঘ ভাতা সরকারি কর্মীদের অধিকার। সেই হারে কেন্দ্রীয় ডিএ দিতে হবে রাজ্যকে। কিন্তু রাজ্য তা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায়। শীর্ষ আদালত তখন স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছিল, অন্তত ২৫ শতাংশ বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। ওই সময়সীমাও ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে।

১৭ উইকেট নেওয়া কুলদীপ হলেন গঠচ, এশিয়া কাপ সেরা অভিষেক , কে পেলেন কত টাকা?

নিজস্ব সংবাদদাতা: হাড্ডাহাড্ডি লড়াই পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। গোটা টুর্নামেন্টেই ভারতের হয়ে দুর্দান্ত ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন দ্বুজন খেলোয়াড় - বল হাতে কুলদীপ যাদব এবং ব্যাট হাতে অভিষেক শর্মা। এবং গতকাল ফাইনালের পরে তাঁদের দুজনের হাতেই উঠল পুরস্কার। টুর্নামেন্টে ১৭ উইকেট নেওয়া কুলদীপ যাদব পেলেন মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ারের পুরস্কার। সঙ্গে ১৫ হাজার ডলার মূল্যের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৩ লাখ টাকা)। এদিকে টুর্নামেন্টে ৩০০-র ওপর রান করা অভিষেক শর্মা হয়েছেন প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট। তিনিও পেয়েছেন ১৫ হাজার ডলারের চেক। সঙ্গে একটি এসইউভি গাড়ি।

এদিকে ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন তিলক বর্মা। তিনি পেয়েছেন ৫ হাজার ডলারের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য প্রায় ৪ লাখ টাকা)। এদিকে ফাইনালে গেম চেঞ্জার অফ দ্য ম্যাচ পুরস্কার উঠেছে শিবম দুবের হাতে। ভারতীয় দলকে অবশ্য জয়ী দলের চেক দেওয়া হয়নি প্রেজেন্টেশনে। রানার্সআপ দল হিসেবে পাকিস্তান দলকে দেওয়া হয়েছে ৭৫ হাজার ডলারের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য প্রায় ৬৬ লাখ টাকা)।

উল্লেখ্য, রবিবার এশিয়া কাপে টসে জিতে পাকিস্তানকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল ভারত। পাওয়ারপ্লেতে বিনা উইকেটে ৪৫ রান তুলে ফেলে তারা। দশম ওভারে গিয়ে ৮৪ রানে প্রথম উইকেট হারায় পাকিস্তান। তারপরও ভালো এগোচ্ছিল পাকিস্তান। ১২.৪ ওভারে পাকিস্তানের স্কোর ছিল এক উইকেটে ১১৩ রান। সেখান থেকে ১৯.১ ওভারে ১৪৬ রানে অল-আউট হয়ে যায় পাকিস্তান। তাদের শেষ ৯ উইকেট পড়ে মাত্র ৩৩ রানে।

এদিকে ভারত ব্যাট করতে নেমে প্রথমেই চাপে পড়ে। দুই ওপেনার সহ ভারতের ৩ উইকেট পড়ে যায় মাত্র ২০ রানেই। তারপর সঞ্জু স্যামসন এবং তিলক বর্মা হাল ধরেন। চতুর্থ উইকেটে ৫৭ রান যোগ করেন সঞ্জু স্যামসন এবং তিলক। তবে সঞ্জুও আউট হয়ে যান। এরপর শিবম দুবে এবং তিলক ভারতকে টানতে থাকেন। শিবম ২২ বলে ৩৩ রানের একটি দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। আর শেষে রিঙ্কু একটি বল খেলেই উইনিং রান করেন হারিস রউফকে চার মেরে। গতকাল ফাইনালে ৫৩ বলে অপরাজিত ৬৯ রান করে ম্যাচের নায়ক ভারতের তিলক বর্মা।

মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মঞ্চে জুবিন স্মরণ! মায়াবিনী গেয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য শ্রেয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা: নবরাত্রি, দুর্গাপুজোর আবহেই মঙ্গলবার অসমের এসিএ বারসাপারা স্টেডিয়ামে শুরু হল ১৪তম মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর। দেশজুড়ে উৎসবের মেজাজ হলেও অসমের মন ভারাক্রান্ত। ভূমিপুত্র জুবিন গর্গকে অকালে হারানোর শোক এখনও ভুলতে পারেনি অসম। মন বিষন্ন, তবে কথায় আছে না 'দ্য শো মাস্ট গো অন'। এদিন ম্যাচের মধ্যবর্তী অনুষ্ঠানে জুড়ে ছিলেন অসমের সাংস্কৃতিক আইকন জুবিন গর্গ।

ভারত-শ্রীলঙ্কা খেলার মাঝামাঝি বিরতির সময়, প্রখ্যাত বলিউড গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল জুবিনকে উত্সর্গ করে ১৩ মিনিটের পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ২৫ হাজার দর্শককে মুগ্ধ করে তুললেন।

বিশ্বকাপের থিম সং, 'ব্রিং ইট হোম'-এর পাশাপাশি একগুচ্ছ গান গাইলেন শ্রেয়া। যার মধ্যে সবচেয়ে বিশেষ ছিল প্রয়াত গায়কের জনপ্রিয় গান 'মায়াবিনী রাতির বুকুত'।

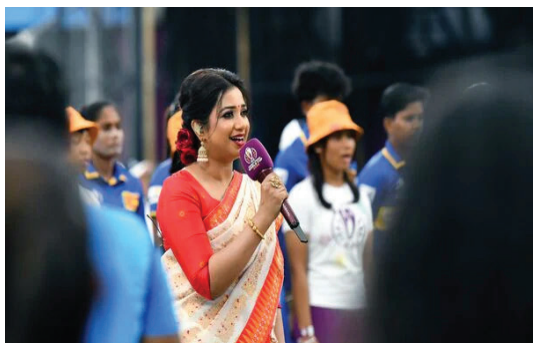

প্রয়াত গায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভক্তরা 'জয় জুবিন দা!' ব্যানার হাতে স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিল। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে গায়কের অকাল মৃত্যুর শোকে এখনও নিমজ্জিত অসম।

এদিনের অনুষ্ঠানে শ্রেয়া যখন জুবিনের আইকনিক গান 'মায়াবিনী রাতির বুকুটচ দিয়ে তার পারফরম্যান্স শেষ করেছিলেন। এসিএ বারসাপাড়া স্টেডিয়াম জুড়ে এদিন প্রতিধ্বনিত হলওজুবিনদা অমর রহে'।

অসম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন দুর্গাপুজোর উৎসবের আবহের পাশাপাশি শোকনিমজ্জিত অসমের ভাবনাকে সম্মান জানাতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি নতুন করে ডিজাইন করেছিল। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেন, 'জুবিন গর্গের শোক এবং দুর্গাপুজো উৎসব (মহা অষ্টমী) এই দুটি চরম বিপরীত সময়ে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা চেয়েছিলাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি আমাদের মাটির সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবে।'

পাঁচ হাজার টিকিট একচেটিয়াভাবে জুবিন গর্গ ফ্যান ক্লাবের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, দশ হাজার প্রশংসাসূচক পাস বিতরণ করা হয়েছিল, যা নিশ্চিত করেছে গায়কের ভক্তরা এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হতে পারে।

জুবিনের টানেই এদিন উদ্বোধনী ম্যাচে ২২,৮৪৩ জন দর্শক হাজির ছিলেন, যা মহিলা বিশ্বকাপের লিগ ম্যাচে সর্বকালীন রেকর্ড। ম্যাচ শুরুর আগে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের প্রাক্তন তারকাদের সংবর্ধনা জানায় বিসিসিআই।

এদিন গানে গানে জুবিনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান, অসমের অপর ভূমিপুত্র পাপনও। জুবিনের অতুলনীয় উত্তরাধিকার এবং ভারতীয় সংগীতে চিরস্থায়ী প্রভাবকে সম্মান জানিয়েছে শিলং চেম্বার কোয়ার। তাঁদের কথায়, 'জুবিন দা, যিনি আসাম ও ভারতের গর্ব ছিলেন এবং থাকবেন, আমরা আমাদের সঙ্গীতের মাধ্যমে এই অঞ্চলের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশা করি।'

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় জুবিন গর্গের। এই মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করছে গায়কের পরিবার। দু-বার গায়কের ময়নাতদন্ত হয়েছে। সিটের তদন্ত সন্তোষজনক না হলে এই মামলা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেবে অসম সরকার, জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

আইএসএলের ১২ ক্লাব সুপার কাপে খেলতে রাজি

নিজস্ব সংবাদদাতা: মরশুমের শুরুতেই বসছে সুপার কাপের আসর। সাধারণত এই প্রতিযোগিতা মরশুম-শেষে আয়োজিত হয়। কিন্তু এবার আইএসএল পিছিয়ে যাওয়ায় সুপার কাপ হতে চলেছে সিজন শুরুর টুর্নামেন্ট। যা ধাপে ধাপে গড়াবে ২৫ অক্টোবর থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত।

অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১২টি আইএসএল ক্লাব ইতিমধ্যে এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে রাজি। একমাত্র ওড়িশা এফসি এখনও নাম লেখায়নি। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দু'এক দিনের মধ্যে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক এআইএফএফ কর্তা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন, 'ওড়িশা ছাড়া বাকি সব আইএসএল ক্লাব সম্মতি জানিয়েছে। আমরা তাদের আবারও অবস্থান নিশ্চিত করতে বলেছি। দু'এক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হলে টুর্নামেন্ট ফাইনালাইজ করা হবে!' ১৬ দলের টুর্নামেন্টে আইএসএলের বাইরেও থাকবে অন্তত তিনটি আই-লিগ ক্লাব। কোনও আইএসএল দল সরে দাঁড়ালে, নিয়ম অনুযায়ী, সেই জায়গায় আরও আই-লিগ টিমের ঢুকে পড়ার কথা।

খেতাব অর্জন ও লক্ষ্মীলাভের পাশাপাশি বড় খবর, সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন দল পাবে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ-২ থাকতেই হবে।

প্রসঙ্গত, গত মরশুমে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ-২-এর প্লে-অফে জায়গা করে এফসি গোয়া । পরে গ্রুপ পর্বেও পৌঁছে যায়। এএফসি জানিয়েছে, যদি কোনও ভারতীয় ক্লাব প্লে-অফে হেরে যায়, তবে সরাসরি নেমে যাবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বে। ফলে মহাদেশীয় স্তরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত থাকবে।

অর্থাৎ, মোদ্দা বিষয়টা দাঁড়াল এই, আসন্ন সুপার কাপ এবার শুধু দেশীয় ট্রফি নয়, এশিয়ার দরজা খুলে দেওয়ার টিকিটও বটে!

এশিয়া কাপ ট্রফি চুরি করে বিপাকে পড়বেন পাকিস্তানি মন্ত্রী? মুখ খুলল বিসিসিআই

নিজস্ব সংবাদদাতা: এশিয়া কাপ চলাকালীনই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্ট করেছিলেন এসিসি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। তিনি আবার কি না পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডেরও প্রধান। আবার পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। এই মহসিন নকভি ভারতে হামলার হুমকি দিয়েছিলেন। এশিয়া কাপ চলাকালীন রোনাল্ডোর একটি সেলিব্রেশনের ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন, যাতে এমন অঙ্গভঙ্গি ছিল যা থেকে তিনি বিমান ভেঙে পড়ার কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন। মূলত হারিস রউফ মাঠে ভারতীয় দর্শকদের এই অঙ্গভঙ্গি করার পর আরও উস্কানি দিতেই এই সব কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন এসিসি চেয়ারম্যান। যদিও নভির এই কাজ মোটেও এসিসি চেয়ারম্যানসুলভ ছিল না। এই আবহে ভারত সিদ্ধান্ত নেয়, এহেন মানুষের হাত থেকে বিজয়ী ট্রফি তারা নেবে না। এই পরিস্থিতিতে ট্রফি আর ভারতীয় দলের জয়ী পদক নিয়ে পালিয়েছেন নকভি। যা কি না বেনজির। এহেন পরিস্থিতিতে মুখ খুলেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া।

দেবজিৎ সাইকিয়া বার্তাসংস্থা এএনআই-কে এই বিষয়ে বলেন,ওআমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এসিসি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে এশিয়া কাপ ২০২৫-এর ট্রফি নেব না। তিনি পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান নেতা। তাই আমরা তাঁর কাছ থেকে এই ট্রফি নেব না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সেই ভদ্রলোক পদক আর ট্রফি নিয়ে চলে যাবেন। তাই এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং আমরা আশা করি যে ট্রফি এবং পদকগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে... নভেম্বরে দুবাইতে আইসিসি-র একটি সম্মেলন রয়েছে। পরবর্তী সম্মেলনে, আমরা এসিসি চেয়ারপারসনের এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর এবং তীব্র প্রতিবাদ জানাবঃ

উল্লেখ্য, নিজেই ট্রফি দেবেন, অন্যের হাত দিয়ে তিনি ভারতকে ট্রফি নিতে দেবেন না, এটা স্থির করে রেখেছিলেন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি। এই সবের মাঝে প্রেজেন্টেশন প্রায় একঘণ্টা বিলম্বিত হয়েছিল। ভারতীয় দল স্টেজের সামনেই মাঠে বসে হাসি ঠাট্টা করছিল। এই সময় স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকা নকভিকে ফোনে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে শোনা গিয়েছিল। এদিকে পাকিস্তান দলও মাঠে আসছিল না। এই পরিস্থিতিতে ব্রডকাস্টারদের ম্যাচ পরবর্তী অনুষ্ঠানে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন ভারতীয় প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। পুরস্কার বিতরণী এতটা বিলম্বিত হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তবে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে এই নিয়ে কোনও ভ্রূক্ষেপ দেখা গেল না। বরং কাপ হাতে না পেয়েও তাঁরাওট্রফিহ তুললেন।

টি২০ বিশ্বকাপের পরে রোহিত শর্মা যেভাবে মেসিকে অনুকরণ করে ট্রফি নিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, গতকাল সূর্যকুমার যাদবও খালি হাতে সেই অঙ্গভঙ্গি করেন। তাঁর হাত এমন ভাবে রাখা ছিল, যেন মনে হচ্ছিল তাঁর হাতে ট্রফি আছে। এমনকী ভারতীয় দলের বাকি ক্রিকেটাররাও হাত উঁচিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েন। পোডিয়ামের পিছনে তখন আগুনের ফুলটি ছুটছে। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রফির ইমোজির সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

এদিকে নকভির থেকে ভারত ট্রফি গ্রহণ না করার কথা জানিয়ে দেওয়ার পরে এসিসি-র তরফ থেকে দাবি করা হয়, ভারত আজ ট্রফি এবং জয়ীদের মেডেল নেবে না। তাই পাকিস্তানকে রানার্সআপ মেডেল দিয়েই ম্যাচ পরবর্তী প্রেজেন্টেশন শেষ হয়ে যায়। প্রেজেন্টেশন চলাকালীন মহসিন নকভিকে একবারও হাসতে দেখা যায়নি। এমনকী পাকিস্তানি দলকে রার্সআপ মেডেল দেওয়ার জন্য তাঁর নাম ঘোষণা করা হলেও তিনি মেডেল দেননি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান সেই কাজ করে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি অধিনায়ক সলমন আলি আঘার হাতে রানার্সআপ চেক তুলে দেওয়ার সময় বাংলাদেশ বোর্ড প্রধান নকভিকে সামনে ডেকে আনেন।

অপারেশন সিঁদুরে মৃত জঙ্গিদের ম্যাচ ফি দান করার ঘোষণা পাক অধিনায়ক সলমন আঘার

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভারতের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপ ফাইনালে হেরে এবার নয়া বিতর্ক শুরু করলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আলি আঘা। গতকাল ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে হাত না মেলানো থেকে ট্রফি বিতর্কে নিজেদের মতো করে মিথ্যা বলে গেলেন পাকিস্তানি অধিনায়ক। শুধু তাই নয়, গত ১৪ সেপ্টেম্বরের ম্যাচে সূর্যকুমার যাদবের বক্তব্যকেওমিথ্যা আখ্যা দিলেন সলমন। এরই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা তাঁদের ম্যাচ ফি অপারেশনে সিঁদুরে নিহতদের দান করবেন। এদিকে ভারতীয় সরকার ইতিমধ্যেই বিশ্বের সামনে প্রমাণ তুলে ধরেছে যে অপারেশন সিঁদুরে ১০০-র বেশি জঙ্গি মারা গিয়েছিল। তবে সলমন আলি আঘা দাবি করেন, অপারেশন সিঁদুরে নাকি শিশু এবং মহিলারা মারা গিয়েছিল।

এদিকে হাত না মেলানো বিতর্কে সলমন আবার দাবি করেন, তিনি এমনটা এর আগে কখনও দেখেননি। এদিকে তিনি বলেন, এশিয়া কাপ শুরুর আগে অধিনায়কদের সাংবাদিক সম্মেলনে সূর্যকুমার তাঁর এবং পিসিবি চেয়ারম্যানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। এই আবহে সলমন দাবি করেন, সূর্যকে হয়তওনির্দেশ্ব দেওয়া হয় ম্যাচে পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত না মেলাতে। এদিকে বড় বড় নীতি জ্ঞান দিয়ে সলমন আরও বলেন, পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে ভারত তাঁদের অপমান করেনি বরং ক্রিকেটকে অপমান করেছেন। এদিকে ভারতের পরপর জয় নিয়ে সলমনের যুক্তি, সব ক্রিকেট দলেরইওযুগ্ম থাকে। তবে তিনি আবার এও বলেন, যেভাবে ভারতীয় ক্রিকেটাররা ওক্রিকেটের অপমান্ত করছেন, তাতে শীঘ্রই সেইওযুগ্ম শেষ হয়ে যেতে পারে। সলমন ৯০-এর দশক টেনে এনে বলেন, সেই সময় ভারতকে আমরা পরপর হারাতাম। এখন ওরা আমাদের হারাচ্ছে।

এই সবের মাঝে যখন এক সাংবাদিক সলমনকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, খেলার স্পিরিট নিয়ে তো এত কথা বললেন, তবে এর আগে আপনি কি কখনও দেখেছেন যে কোনও অধিনায়ক ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলন বা প্রেজেন্টেশন বয়কট করছেন? এই প্রশ্নের জবাবে সলমন আলি আঘা থতমত খেয়ে যান। পরে বলেন, সব কাজেরই প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি বোঝাতে চান, সূর্যকুমাররা হাত না মেলানোয় সলমন এই কাণ্ড ঘটান। এদিকে পাকিস্তান কত নীতিবান, তা বোঝাতে সলমন বলেন, আমি একা একা ট্রফির সঙ্গে ছবি তুলতে গিয়েছিলাম।

এদিকে সলমন আলি আঘাকে এক পাক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, এই হাত না মেলানোর বিষয় নিয়ে আইসিসির হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না, তাতে সলমন বলেন, এশিয়া কাপে যা হয়েছে, তা ঠিক হয়নি। আইসিসির বিষয়টি নিশ্চিত ভাবে দেখা উচিত। আর সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে সলমন ম্যাচ ফি দান করার ঘোষণা করে সঙ্গে সঙ্গে উঠে যান। এরপর আর কোনও সাংবাদিককে প্রশ্ন করার সুযোগ তিনি দেননি।

সিন্ধুর আগে দেশকে হতাশ করেছেন ভারতের মিক্সড ডাবলস জুটি তানিশা ক্রাস্টো এবং ধ্রুব কপিলা জুটিও। তাঁরাও বিদায় নিয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। যদিও এখনও পুরুষদের ডাবলসে আশার আলো দেখাচ্ছে সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টির জুটি। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে এই জুটি মুখোমুখি হবে মালয়েশিয়ার অ্যারন চিয়া এবং উ ইক সোহের।

৩২ বছর পর ইউরোপের মাটিতে জয় ভারতের

নিজস্ব সংবাদদাতা: টেনিস বিশ্বে বড় অঘটন। ডেভিস কাপে ভারত হারিয়ে দিল টেনিস কিংবদন্তি রজার ফেডেরারের দেশ সুইৎজারল্যান্ডকে । সুইৎজারল্যান্ডকে তাদের দেশের মাটিতে হারিয়ে বাছাইপর্বে প্রবেশ করল ভারত।

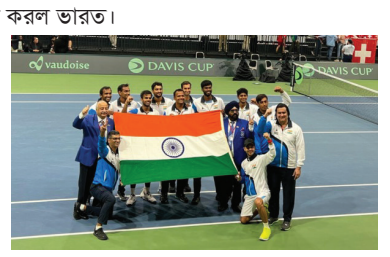

শনিবার বিশ্ব গ্রুপ ওয়ান ম্যাচের প্রথম রিভার্স সিঙ্গলসে সুইৎজারল্যান্ডের হেনরি বার্নেটকে হারিয়ে ভারতকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন সুমিত নাগাল। এর আগে, এন শ্রীরাম বালাজি এবং ঋত্বিক বলিপ্পাল্লির জুটি জ্যাকব পল এবং ডমিনিক স্ট্রিকারের কাছে হেরে যায়। চতুর্থ ম্যাচে নাগালের খেলার কথা ছিল জেরোম কিমের বিরুদ্ধে। কিন্তু সুইস দল বর্তমান জুনিয়র অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন বার্নেটকে মাঠে নামায়, যিনি হেরে যান। শনিবার দক্ষিণেশ্বর সুরেশ এবং সুমিত নাগাল সিঙ্গলস ম্যাচে জেরোম কিম এবং মার্ক আন্দ্রেয়া হাসলারকে হারিয়ে ভারতকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন। ৩২ বছরের মধ্যে বিদেশে কোনও ইউরোপীয় দলের বিরুদ্ধে এটি ভারতের প্রথম জয়। এর আগে, ১৯৯৩ সালে কোয়ার্টার ফাইনালে লিয়েন্ডার পেজ এবং রমেশ কৃষ্ণাণ ফ্রান্সকে পরাজিত করেছিলেন।

Owner Printer Publisher by ASHIM DEBNATH, from 43/68,Harisabha Road Extention,Nonachandanpukur, Barrack pore, North 24 Parganas
Pin 700122. Printed at Surnandan Printing Press, Rabindrapally,Baghajatin. kolkata - 700086, South 24Parganas.Place of Publication 6/2D/2A, Sapgachi 2nd Lane, C.N Roy Road,
Kolkata-700039. Editor- ASHIM DEBNATH. Phone : 9804186490. Email: samakaal.com@gmail.com